সংবাদ
নাগরিক মঞ্চ

নাগরিক মঞ্চ মুখপত্র

আগস্ট - ২০১৬

এই সংখ্যায় থাকছে

চটকলের মজদুররা এখন-শুভেন্দু দাশগুপ্ত -২

তথ্যানুসন্ধান - কয়লাখনি অঞ্চল - মণীন্দ্রনাথ মুখার্জি -৫

ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ ও অনাদায়ী ঋণ -বিপ্লব বসু - ৬

চিঠি - ১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে - ৭

চিঠি - ২ নাগরিক মঞ্চকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন - ৯

চিঠি - ৩ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে - ১১

সংগঠন সংবাদ - ১৫

নাগরিক মঞ্চের নতুন বই : বিপন্ন পরিবেশ - ২০১৬ - ১৫০/

পশ্চিমবঙ্গের ভূ-জলসম্পদ : অবস্থান উন্নয়ন ও পরিচালন - ১৫০/

নাগরিক মঞ্চের বই একত্রে কার্যালয় থেকে ২৫০ টাকায় নিলে -দমদম এয়ারপোর্ট থেকে বজবজ পর্যন্ত ফ্রি ডেলিভারি। এছাড়া ছাড় ১৫ শতাংশ।

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে প্রকাশক ও সম্পাদক পবন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০৮৫ থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৯৮৩১৩১৮২৬৫।

মুদ্রণ সহযোগ, অপটিমা,

কলকাতা- ৭০০ ০০৯

মূল্য : দশ টাকা

মঞ্চ সংবাদ আবার প্রকাশ হচ্ছে

নাগরিকমঞ্চ পত্রিকা সংগঠনের জন্মকাল থেকেই প্রকাশ হচ্ছে। ২৬ বছর আগে প্রথম হাতে লেখা পত্রিকা দিয়ে শুরু তারপর দুপাতার টাইপ করা। এভাবেই মঞ্চের পত্রিকার কোন কোন সংখ্যা সাতহাজার পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। আমাদের সহযোগীদের বন্ধুদের কাছ থেকে পত্রিকা অনিয়মিত প্রকাশের জন্য অনুযোগ শুনি। তাতে বুঝি মঞ্চের পত্রিকার প্রয়োজন আছে। নাগরিক মঞ্চ কাজ করে শিল্প, শ্রমিক, পরিবেশ নিয়ে। সোজাভাবে বললে শ্রমিকের অবস্থার কথা ব্যবসায়িক পত্রপত্রিকা, প্রচার মাধ্যমে একেবারেই জায়গা পায় না। হয়ত ভুল হল, শ্রমিকের কথা থাকে যখন ধর্মঘট হয়, তাদের দাবী নিয়ে মিছিল, ধরণা হয়। তখন শ্রমিকরা কতটা অসামাজিক কতটা সমাজ শত্রু কতটা ধান্দাবাজ, এসব কথা লেখার জন্য প্রচারের জন্য ব্যবসায়িক পত্রপত্রিকা এঁদের নিয়ে লেখে। সম্প্রতি একটি সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকে তথ্য দিয়ে লিখলেন সাংবাদিক শ্রমিকরা স্রেফ ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পাওয়ার জন্য হাত, পা কেটে ফেলে ইচ্ছাকৃত স্থায়ী, অস্থায়ী পঙ্গুত্ব বেছে নিচ্ছে। যে সাংবাদিক লিখলেন বা যে কর্তৃপক্ষ লেখালেন তাঁরা একবারও বললেন না যে শ্রমিকরা অর্থ দিয়ে ঐ বীমাপ্রকল্পটি চালান। ঐ আধা সরকারি সংস্থার ডিরেক্টর থেকে দারোয়ান সবাই শ্রমিকের বেতন থেকে কেটে নেওয়া টাকার বেতনভুক কর্মচারী হয়ে আছেন।

এই ধরনের অজস্র মিথ্যে কথা, ভুল ব্যাখ্যা, সাজানো তথ্যে শ্রমিকদের প্রায় অপরাধী বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। এসবের বিকল্প তথ্য হাজির করে, অনুসন্ধান লব্ধ প্রতিবেদনে শ্রমিকদের কথা থাকবে, থাকবে নানান মাধ্যমে পরিবেশ চর্চার কথা, ভুক্তভোগী মানুষের নিজের কথা তুলে ধরার জন্য মঞ্চের পত্রিকা প্রয়োজন।

সরকার নিজের তৈরী আইন নিজেই কিভাবে ভেঙ্গে চলেছে সরকারি ব্যবস্থাপনায়, এত লোকলস্কর তবুও কেন প্রাপ্য আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শ্রমিক, কর্মচারী। সংবাদ নাগরিক মঞ্চ অনিয়মিত প্রকাশ হয়েছে কারণ অর্থাভাব কর্মীর অভাব সবকিছু বুঝেও সময়ের দাবী মেনে আবার চেষ্টা হচ্ছে। ই-পত্রিকার সঙ্গে ছাপা পত্রিকাও থাকবে।

নাগরিক মঞ্চ যে যে বিষয় নিয়ে কাজ করে, শিল্প, কারখানা, শ্রমিক তার সামনের সারিতে।

এই বিষয়টি নিয়ে নাগরিক মঞ্চ সমীক্ষা করেছে, আলোচনা সভা ডেকেছে, বই বানিয়েছে, পত্রিকা ছাপিয়েছে।

এবার ই-পত্রিকা, অনলাইন পত্রিকা এই পত্রিকায় বিষয়টিকে নানাভাবে রাখা হবে।

পাঠকদের একটা বড়ো ভূমিকা থাকবে। মতামত দেওয়া, লেখা দেওয়া।

'শ্রমিক' বিষয়টিকে আস্তে আস্তে পিছনে ঠেলে দেওয়া চলছে। ভাবনা, আলোচনা, আন্দোলন পরিসর থেকে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ক্ষমতাসীনদের এমন কাজের বিরুদ্ধে আমাদের এখনই দাঁড়িয়ে পড়তে হবে।

এই ই-পত্রিকাটি সেই লড়াইয়ের একটা রসদ। - সম্পাদক

চটকলের মজদুররা এখন, অথবা শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বের এখনকার চেহারা : একটি জরুরি আলোচনা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

নাগরিক মঞ্চ-এ ৭ মে ২০১৬ একটি আলোচনা হয় চটকলের ও চটকল মজদুরদের এখনকার অবস্থা নিয়ে। আলোচনায় ছিলেন চটকলের মজদুর, মজদুরদের নিয়ে কাজ করেন এমন মানুষজন, ট্রেডইউনিয়ন কর্মী, অধিকার আন্দোলন কর্মী, রাজনীতিক দলের কর্মী, নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা।

চটকলের নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয়। একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আরেকটা বিষয় চলে আসে। যেমনটি হবার কথা। একজনের কথার মাঝে অন্যজন প্রশ্ন করেন, উত্তর দিতে গিয়ে অন্য বিষয়ে ঢুকে পড়তে হয়েছে। তেমনটিই হয়।

নিজে আলোচনার ভিতরে ঢুকে পড়েছিলাম বলে সবটা ঠিকঠাক নোট নিতে পারিনি। নোটটা এখন পড়তে গিয়ে যতটা পারছি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। সবটা হয়তো হবে না।

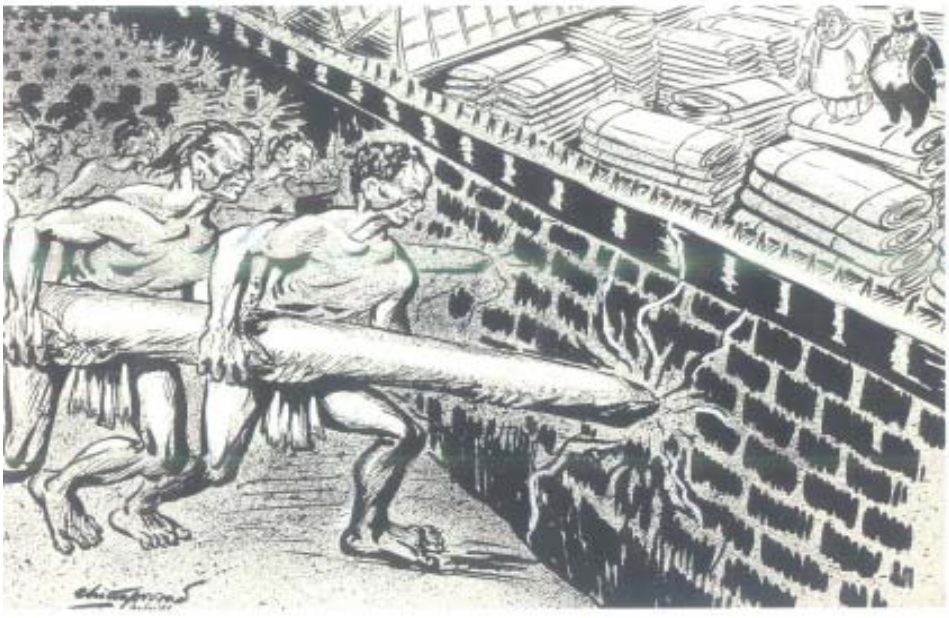

কথা -১

ঐই কথাটা খুব জরুরি। বিষয়টা সাংঘাতিক। চটকলে কাজের ধরন বদলে দেওয়া আর তার সাথে মিলিয়ে মজদুরদের ধরন বদলে বদলে দেওয়া। যতটা পারছি বলছি।

১. কারখানা ছোট করে দেওয়া হচ্ছে।

২. কারখানায় তিন শিফটের বদলে দু শিফটে কাজ করানো হচ্ছে।

৩. শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টার বদলে ১২ ঘণ্টা কাজ করছেন।

৪. সপ্তাহে ৭ দিনের বদলে ৫ দিন কাজ হচ্ছে।

৫. শ্রমিকরা রাতে কাজ করছেন, দিনে মজুরি পাচ্ছেন। 'ডেইলি ওয়ার্কার'। 'দৈনিক শ্রমিক'।

৬. ৫ ঘণ্টা কাজ করিয়ে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'সময়ভিত্তিক শ্রমিক'।

৭. শ্রমিকরা একটা কারখানায় কাজ করে তারপর অন্য কারখানায় কাজ করতে যাচ্ছেন। 'মোবাইল ওয়ার্কার'। 'ঘোরাফেরা শ্রমিক'।

৮. মজদুর নিলাম হচ্ছে। মালিকরা দর হাঁকছে। 'নিলাম শ্রমিক'।

৯. একটা কারখানায় শ্রমিক আনার জন্য 'লেবার সাপ্লায়ার' রয়েছে। তারা লেবার এনে কমিশন পাবে। 'সাপ্লায়ারের শ্রমিক' বা 'সাপ্লাই করা শ্রমিক'।

১০. 'আইনী শ্রমিক'-এর সংখ্যা থেকে 'বেআইনী শ্রমিক'-এর সংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে।

এত ধরনের মজদুর বানিয়ে দেওয়ার ফলে, এত ধরনের কাজ বানিয়ে দেওয়ার ফলে, কাজ পাওয়া নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে আকচাআকচি হচ্ছে। শ্রমিক ঐক্য তৈরি হচ্ছে না। শ্রমিক ঐক্যর রাজনীতি হারিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব বানানো যাচ্ছে না।

এমন সব কাজের ধরন বানানোর আর একটা উদ্দেশ্য নানা ধরনের মজুরি দেওয়া। যেমন একটু আগে বলা হলো রাতে কাজ করিয়ে দিনে মজুরি দেওয়া। 'ডেইলি পেমেন্ট'। দৈনিক মজুরি। মজুরি দেওয়া হচ্ছে নানারকম রেটে। কোথাও সরকারের ঠিক করে দেওয়া নূন্যতম মজুরি দেবার দাবিটা হারিয়ে যাচ্ছে। কাজ নেই, কাজের ঠিক নেই, ঠিকঠাক কাজ নেই, তাই মজদুররা নগদে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নিচ্ছেন। 'ইএসআই', 'প্রভিডেন্ট ফান্ড', 'গ্রাচুইটি' শ্রমিকদের এসব অধিকারের কথা তোলা যাচ্ছে না। এক ধরনের রাজনীতিহীনতা চারিয়ে যাচ্ছে। যেটা খুবই খারাপ ইংগিত।

কথা - ২

চটকলে এখন আর একটা বিষয় নিয়ে সংঘাত হচ্ছে। চটকলে মেসিন বদল করা হচ্ছে। মেসিন খোলা হচ্ছে আর তোলা হচ্ছে। খুলে নিয়ে তুলে কারখানার বাইরে বের করে আনা হচ্ছে। ঐই মেসিন বদল নিয়ে মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘাত। আর মালিকের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সমঝোতা। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ঐই মেসিন বদল মেনে নিচ্ছে। আমাদের জানা দরকার কেন মেনে নিচ্ছে? কি শর্তে মেনে নিচ্ছে? এ নিয়ে মালিক-মজদুর-ট্রেড ইউনিয়ন কোন চুক্তি হচ্ছে কি? হলে সেই চুক্তিতে কি কি লেখা থাকছে? ঐই চুক্তির কপি পেলে দেখে জেনে বুঝে নেওয়া যেত। যেটুকু জানা যাচ্ছে মেসিন বদল নিয়ে মজদুরদের মধ্যে একটা মত নেই।

এক ধরনের মত হলো, ঐই মেসিন বদলে মজদুররা 'বাড়তি' হয়ে যাচ্ছেন। আগে যতজন মজদুর কাজ পেতেন, মেসিন বদলে তার চেয়ে কম মানুষ কাজ পাবেন। আর একধরনের মত হলো, পুরনো মেসিনের বদলে নতুন মেসিন শ্রমিকরাও চান। যাতে কাজ করলে শরীরে কম ক্ষতি হয়। সেখানে যেটা করা দরকার তা হলো নতুন মেসিনে কাজে লাগা, কাজে লাগাতে পারা, কাজে লাগানো পার্মানেন্ট ওয়ার্কারের একটা হিসেব কষা। একটা মেসিনে কাজ করে একজন শ্রমিক কতটা উৎপাদন দিতে পারে, আর মালিক কতটা চায়, তার মধ্যে ফারাক থাকছে। মালিক চাইছে, দেখা যাচ্ছে, মেসিন খাতে খরচ বাড়ানো হচ্ছে, শ্রমিক খাতে খরচ কমানো হচ্ছে। চারটে মেসিন চালাচ্ছেন একজন শ্রমিক। ফলে নতুন মেসিন আনায় শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। শ্রমিক পিছু কাজের চাপ বাড়ছে। শ্রমিক মানেই আর পার্মামেন্ট ওয়ার্কার রাখা নয়। একটা বড়ো অংশ বদলি শ্রমিক। ঐই বদলি শ্রমিকদের কোন অধিকার মানা হচ্ছে না।

কথা-৩

এ হলো একটা দিকের কথা। অন্য আর একটা দিকের কথা এসেছে, যেটা ভয়ংকর।

আগে শ্রমিক-মালিক বিরোধে সমঝোতার কাজ করতো সরকার, প্রশাসন, সরকারের শ্রম মন্ত্রকের বিভিন্ন দপ্তর। সমঝোতার নানা আইন, নিয়ম, ব্যবস্থা ছিল। এখন ঐই ব্যবস্থাটাকে প্রায় অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। তার জায়গায় আর একটা ব্যবস্থা বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন মালিক-শ্রমিক বিষয়টা দেখভাল করে সরকারে থাকা দলের স্থানীয় নেতারা, এম. এল. এ, পুর প্রধান এরা। এদের নিচে থাকা মাঝারি নেতারা, এদের পাশে থাকা থানা পুলিশ। এদের পিছনে থাকা মস্তান বাহিনী। এরাই লেবার কনট্রাক্টর, লেবার সাপ্লায়ার, লেবার ইউনিয়ন, ডিসপিউট সেটেলার, কারখানা মালিকের ভরসা। এরা মালিদের পক্ষে শ্রমিকদের বিপক্ষে, শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। শ্রমিকরা যখন তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন, এরা শ্রমিকদের হুমকি দেয়, আক্রমণ করে, পুলিশকে কাজে লাগায়, অন্য জায়গা থেকে মজদুরদের এনে ঢুকিয়ে দেয়। যেভাবে জমি দখলে, পুকুর বোজানোয়, ফ্ল্যাট বানানোয়, মাল সাপ্লাইতে, ফ্ল্যাট বিক্রিতে সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি, এরা শ্রমিক সাপ্লাই দেবে, আগের ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেবে, নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন বানাবে। কারখানায় আন্দোলন করতে দেবে না, মালিককে বাঁচাবে। যতদিন বেশি করে শ্রমিককে ভেঙ্গে নানা ধরনের অস্থায়ী শ্রমিক বানানো যাবে, তত বেশি করে লেবার সাপ্লাই বানানো হবে, তত বেশি করে লেবার সিন্ডিকেট বাড়বে। এদের কাছে শ্রমিকদের অধিকার কোন বিষয়ই নয়।

কথা - ৪

চটকলে শ্রমিকদের অবস্থা, শ্রমিক আন্দোলন এক কঠিন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকদের নানা ভাগে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে। একটা ভাগের সঙ্গে আরেকটা ভাগের বিরুদ্ধ সম্পর্ক, বন্ধুত্বতার সম্পর্ক নয়। আর এখানেই শ্রমিক ঐক্য দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক ঐক্য দুর্বল হয়ে গেলে শ্রমিক আন্দোলন জেতা যাবে না। দরকার নানাভাগে ভাগ করে দেওয়া, ভাগ করে রাখা শ্রমিকদের বোঝানো যে শত্রুতা তাদের মধ্যে নয়। শত্রুতা

তাদের সঙ্গে মালিকদের, মালিকদের হয়ে কাজ করা সিন্ডিকেটের। ঐই সময় একটা নতুন ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন দরকার। যার ভিতরে সব ধরনের শ্রমিকদের জায়গা হবে, যারা সব ধরনের শ্রমিকদের বুঝিয়ে একটা ইউনিয়নের মধ্যে আনতে পারবে। সবার স্বার্থকে একটা জায়গায় বাঁধতে পারবে। মালিকের বিরুদ্ধে এককাট্টা করতে পারবে। কাজটা আগেকার ট্রেড ইউনিয়ন করা থেকে কঠিন। এছাড়া অন্য কোনও উপায় তো আর নেই। আর লেবার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে হবে কারখানার বাইরে। স্থানীয় আঞ্চলিক জনপরিসরে। সেটা আর একটা রাজনীতিক লড়াই। শ্রমিক আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বানানোর প্রধান দিক শ্রম আর পুঁজির দ্বন্দ্ব সমাধানে শ্রমিক আন্দোলনের চেহারা চরিত্র বানানো।

জরুরী আবেদন

নাগরিক মঞ্চের বন্ধু, সহযোগী, শুভানুধ্যায়ী

নাগরিক মঞ্চের বয়স সাতাশ বছর হল। এই কয়বছরে অনেক বাধাবিপত্তি, সরকারের বিরোধিতা, কর্মী সংগঠকদের অবসর, নিষ্ক্রিয়তা সে তুলনায় নতুন কর্মেদ্যোগীদের না আসা। আর্থিক অস্বচ্ছলতা, কখনও কখনও ভীষণ রকম অর্থকরী সংকটের মধ্যেও কিছু কিছু সহযোগী বন্ধুর সহায়তায় আজও নাগরিক মঞ্চের প্রায় সবকটি কাজই চলছে। বন্ধ নেই। এটা রাজ্যের অ-সরকারি সংগঠন তথা উদ্যোগের পক্ষে গর্বের বিষয় এই সাতাশ বছরে কোনরকম সরকারি বেসরকরি বিদেশি আর্থিক সাহায্য না নিয়েই এক অনন্য ব্যতিক্রম হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আসুন দেখে নিই।

নাগরিক মঞ্চ যে কাজগুলি নিয়মিত করে থাকে।

১. প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার আইনি সহায়তা কেন্দ্র চালানো।

২. প্রতি মাসে শ্রমিকের বিষয় নিয়ে মাসিক আলোচনা চক্র হয়।

৩. মঞ্চের প্রকাশিত বই/ পুস্তিকার মোট সংখ্যা ১৪৫টি এর মধ্যে ৩৫টির মত টাইটেল পাওয়া যায়।

বছরে গড়ে দুটি বা তিনটি নতুন প্রকাশনা হয়ে থাকে।

৪. আগস্ট, ২০১৬ থেকে নাগরিক মঞ্চ পত্রিকা - 'সংবাদ নাগরিক মঞ্চই- সংবাদ বুলেটিন হিসাবে প্রকাশ হবে।

৫. আমাদের সংগ্রহে শিল্প, শ্রমিক, পরিবেশ বিষয়ে বই, পত্রপত্রিকা রিপোর্ট, সরকারি / বেসরকারি প্রতিবেদন এর এক প্রয়োজনীয় সংগ্রহ রয়েছে। যা নিয়ে ২০০৭ সালে আমরা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রিসোর্স সেন্টার গড়ে তুলি। পূর্ব ভারতে বে-সরকারি উদ্যোগে শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে এমন একটি সংগ্রহশালা নেই।

রিসোর্স সেন্টারে আড়াই হাজারের মত বই, রিপোর্ট এবং সাতশো ফাইল রয়েছে।

৬. নাগরিক মঞ্চের ওয়েব সাইট www.nagarikmancha.org এই সাইট মাত্র তিনবছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শতাধিক শ্রম আইন (সংক্ষিপ্ত) প্রায় সম সংখ্যক পরিবেশ ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত আইন এবং সরকারি, বেসরকারি অজস্র প্রয়োজনীয় রিপোর্ট আমাদের সংগৃহীত বিভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধান প্রতিবেদন, এছাড়া আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

আমরা জেনেছি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে অসরকারি সংস্থার যেসব ওয়েবসাইট সারা দেশে আছে তার মধ্যে নাগরিক মঞ্চ এক উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে।

৭. বার্ষিক স্মারক বক্তৃতা, পরিবেশ ও শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে মিটিং আলোচনা সভা, আইনি শিবির সংগঠিত করা হয়।

পাশাপাশি শ্রমিক এবং পরিবেশ বিষয়ে সরকারি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে, আইনি অধিকার কার্যকর করার দাবীতে আইনি হস্তক্ষেপ করা হয়, যেমন, বর্তমানে মিনখাঁয় সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের বিষয়ে ধারাবাহিক কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।

৮. নিয়মিত (ছুটির দিন ব্যতিরেকে) মঞ্চের অফিস খোলা। এই সব কর্মকাণ্ড চালাতে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা আমরা বেশ কিছু সহযোগী, শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত পেয়ে আসছি।

তাহলে সংকট কোথায়? সমস্যাটা কি?

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রিসোর্স সেন্টারে বই, পত্র-পত্রিকার সংরক্ষণ এর জন্য আমরা তিনবছর আগে কোথাও কিছু ব্যবস্থা করতে না পেরে, কলকাতায় বাইপাসের উপর চিংড়িহাটা অঞ্চলে একটি বাড়ীতে রিসোর্স সেন্টারের কাজকর্ম শুরু করি। যা এখনও অব্যাহত। সমস্যা হল, এই জায়গাটি ব্যবহার এবং ইলেকট্রিক ইত্যাদির জন্য মাসিক ৯ হাজার টাকা লাগে, যা আমাদের সাধ্যাতিত হয়ে গেছে। প্রতি মাসে নাগরিক মঞ্চ সংগঠনের একটি নির্দিষ্ট খরচ (প্রায় ৮ হাজার টাকা) তুলে আবার শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিসোর্স সেন্টারের জন্য এই টাকা তুলতে আমরা আর পারছি না।

এমতাবস্থায় অনন্যোপায়, আমরা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রিসোর্স সেন্টারটি তুলে দেবো - কিন্তু সমস্যা হল সেন্টারের ৮টি আলমারি বই রিপোর্ট সহ তিনটি ফাইল রাখার মত কোনো স্থান পাওয়া কি সম্ভব?

এটা ঠিক অনেক পরিশ্রম, দীর্ঘ বছরের অনেকের অক্লান্ত শ্রম এবং অর্থের বিনিময়ে রিসোর্স সেন্টারটি গড়ে উঠেছে। তা আজ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে ভাল লাগছে না।

তথ্যানুসন্ধান - কয়লাখনি অঞ্চল

আসানসোল-রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের ব্যাপক এলাকার মানুষ বিগত কয়েক দশক ধরেই ভূগর্ভ আগুন এবং ভূপৃষ্ঠের মাটির ধসের কারণে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন। ওখানে বসবাসকারী মানুষেরা বর্তমান প্রকৃত অবস্থা জানতে 'অধিকার' সংগঠন (শ্রমিকের অধিকার, আন্দোলন, গবেষণা ও সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা, ডিসেরগড়,জেলা বর্ধমান) ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের একাধিক সমভাবাপন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিকে নিয়ে একটি জাতীয় স্তরের 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম' গঠন করে। ঐই টিম বা দলটি এ বছরের ২২শে এবং ২৩শে এপ্রিল আসানসোল-রাণিগঞ্জ খনি অঞ্চলের কিছু এলাকার মানুষদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে ও বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। এ বিষয়ে একটি সংক্ষেপিত প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হ'ল।

'অধিকার' সংগঠন দ্বারা গঠিত জাতীয় স্তরের 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দল'-টিতে সামিল ছিলেন (১) লিও সালডানহা এবং ভার্গভি রাও। (এনভায়রনমেন্টাল সলিডারিটি গ্রুপ, ব্যাঙ্গালোর), (২) অধ্যাপক ড. দেবরূপ চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক ড. অরিজিত বিষ্ণু (আই .এস. আই. কলকাতা), অধ্যাপক পার্থ সারথি রায় (আই. আই. এস. সি. আর, কলকাতা), অধ্যাপিকা পৃথা ব্যানার্জী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), গৌতম মণ্ডল (অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেল্স্ রিপ্রেজেন্টিটিভ ইউনিয়ন, আসানসোল), মণীন্দ্রনাথ মুখার্জি (নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা), অর্জুন সেনগুপ্ত (জয়েন্ট কো-অর্ডিনেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস), ডাঃ স্বাতী ঘোষ ও কল্যাণ মৌলি (আসানসোল সিভিল রাইটস্ অ্যাসোসিয়েসন), মুক্তা দাস (ই. সি. এল. কোলিয়ারি শ্রমিক ইউনিয়ন), শিপ্রা চক্রবর্তী ও সুদীপ্তা পাল ('অধিকার', আসানসোল), দুগাই মুর্মু (ই. সি.এল. ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়ন), পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিতালি সেন (মজদুর মুক্তি), মানবেশ সরকার (গবেষক, প্রতীচী ইন্সটিটিউট, কলকাতা), রামদাস মুর্মু (আদিবাসী জুমিত গাঁওতা) এবং শান্তনু চক্রবর্তী (এডভোকেট, কলকাতা)।

উক্ত দলটি খনি অঞ্চলের নিম্নলিখিত ধস ও আগুন কবলিত এবং কয়লাখনি খননের উদ্দেশ্যে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত মানুষদের বাসস্থানে জায়গাগুলি পরিদর্শন করেছে ঃ কেন্দা গ্রাম (কেন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে),সাউথ কেন্দা / ওয়েস্ট কেন্দা ওপেন কাস্ট প্রোজেক্ট (ও. সি. পি.), নিউ কেন্দা কোলিয়ারী / ও. সি. পি. কলোনি এবং ই. সি. এল.-এর কেন্দা এরিয়া ও কুনুস্তোরিয়া এরিয়ার অন্তর্গত কেন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ জায়গাসমূহ। সোনপুর-বাজারি প্রোজেক্টের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের মানুষদের ডাহুকাতে পুনর্বাসন দেওয়ার স্থান, পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার বাঙাল পাড়া কলোনি, সালানপুর এরিয়ার প্রকল্পিত ইটাপাড়া ও. সি. পি., শ্যামডি-মুচিপাড়া, বাউরি পাড়া, সরিসাতোলি ও. সি. পি. (আই. সি. এম. এল. / সি. ই. এস. সি.) দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত রাখাকুড়া গ্রাম এলাকা ও অন্যান্য অঞ্চল।

উক্ত ঘটনা সন্ধানী দলটি বিভিন্ন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখেছে ও স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে যে, ই. সি. এল. কর্তৃপক্ষ, বেসরকারী খনি উদ্যোগ এবং অন্যান্য বাইরের কয়লা খনন কর্তৃপক্ষ যারাই ব্যাপকভাবে ভূগর্ভ খনি ও খোলামুখ খনি চালিয়েছে তার ভূমি ধস ও ভূগর্ভ আগুনের ঘটনা সম্ভূত প্রচুর পরিবেশ বিধি লঙ্ঘন করেছে এবং মানুষের জীবন জীবিকার হানি ঘটিয়েছে। সোনপুর বাজারি প্রোজেক্টের যেখানে কয়েকটি গ্রামের মানুষকে ঐই প্রোজেক্টের পশ্চিমে একটি বিচ্ছিন্ন ডাঙ্গায় সরকারি কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, সেখানে মাত্র সামান্য কয়েকজনকে অত্যন্ত করুণ, অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক ভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। অন্যত্র কোথাও অন্যান্য বিশাল সংখ্যক বিপন্ন মানুষকে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি, বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কয়লা খনন কর্তৃপক্ষ যারা খনি চালুর পূর্বে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিশেষ আর্থ-সামাজিক সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, তারা কেউই পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করেনি বা চুক্তিমত কথা রাখেনি।

দলটি পরিত্যক্ত শ্যামডি খোলামুখ খনিতে চাক্ষুস করেছে, বিশাল এলাকা জুড়ে খনির ভূগর্ভ আগুনের অজস্র লেলিহান শিখা ভূপৃষ্ঠের উপরে জ্বলছে; এলাকাটি বিধিবদ্ধ বেড়া বা প্রাচীর দ্বারা কোনভাবেই ঘেরা হয়নি। অতীতে সেখানে মানুষের ঘরবাড়ি আগুনে ধসে পড়েছে, মানুষ সেই ধসে মারা গেছে। কিছু পরিবারকে সেখান থেকে সরিয়ে সামান্য দূরে শ্যামডি কোলিয়ারি সহ অত্যন্ত নিম্ন মানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঠাসাঠাসি করে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। পাশেই ক্রমাগত জ্বলে-পুড়ে চলেছে হাজার হাজার টন কয়লা। ঝাঁঝালো বিষাক্ত গ্যাসে মানুষদের বাধ্য করা হচ্ছে বেঁচে থাকতে। তাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় কোন জলেরই ব্যবস্থা নেই সেখানে। অভাবের সংসার হওয়া সত্বেও দূর থেকে জল কিনতে হচ্ছে তাদের। তারা বেঁচে আছে না কি তাদের শরীরের ভিতরটা কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে পুড়ে যাচ্ছে সেটা দেখার ও মানুষকে বাঁচানোর কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে। পুনর্বাসিত মানুষ ছাড়াও অন্যান্য মানুষ, তাদের হাটবাজার, দোকান, এমন কি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ইত্যাদি সবকিছুকে নিয়ে এভাবে মারণ-গ্যাসের কবলে জলবিহীন জীবিকাহীন জীবন কাটাচ্ছে।

কিছু খোলামুখ খনি এলাকায় দেখা গেছে যে যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদেরকে এবিষয়ে জানানোই হয়নি, তাদেরকে পুনর্বাসন বিষয়ক কোন তথ্যই দেওয়া হয়নি। এমনকি খনি প্রকল্প চালুর পূর্বে গণশুনানি যে হয়েছে সে বিষয়েও কেউ কিছু জানেন না।

সরিসাতোলিতে আই. সি. এম. এল. / সি. ই. এস. সি. প্রোজেক্টে গ্রামের মানুষ শুকনো উলঙ্গ কৃত্রিম পাহাড়ের ঘেরাটোপে ধুলোবালির মধ্যে রয়েছেন। কূপ, নলকূপ, পুকুর সব শুকিয়ে গেছে। খনি কর্তৃপক্ষ সমতলভূমির মাটি খুঁড়েছে এত বছর ধরে, কয়লা বের করে নেওয়ার পরে সমতলভূমি আর ফিরে আসেনি, বনসৃজন দূরের কথা, স্তূপীকৃত মাটিতে বা স্থানীয় অন্য কোথাও একটি গাছও লাগানো হয়েছে বলে চোখে পড়েনি।

তবুও ঐই অঞ্চলের মানুষদের একটি আকুতি "দ্যাখ্যে ত যাচ্ছেন বাবুরা, আমাদের ঐই কষ্টগুলা কুছুটা কমাই দ্যান"।

প্রতিবেদক

মণীন্দ্রনাথ মুখার্জি

ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ ও অনাদায়ী ঋণ

বিপ্লব বসু

ইদানীং ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ ও অনাদায়ী ঋণ ভারতের অর্থনীতিতে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেই বিজয় মাল্যের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ই. ডি বিজয়মাল্যের বিরুদ্ধে রেড কর্ণার নোটিস জারীর জন্য সিবিআই কে আইনি পদক্ষেপে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। অন্যদিকে কিং ফিসার ব্রান্ডের নিলামে কোন ক্রেতা পাওয়া যায় নি। চেঞ্জ ব্লক ট্রেকিং (সি বি টি)র তথ্য অনুযায়ী ভারতীয়দের এবং কর প্রদানের নিরীখে হতাশাজনক চিত্র পাওয়া সত্বেও তার কিছুটা শ্রমিক সহায়ক নীতির প্রেক্ষিতে তাকে সরানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে বামপন্থিরা বিশ্বায়নের সাথে উদারিকরণকে গুলিয়ে ফেলে ঐই লড়াইয়ে হেরে বসে আছে। আবার পুঁজিপতিরাও ফাঁপরে পড়েছে। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী উৎপাদনশীলতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত অর্থাৎ উৎপাদন ও উৎপাদিত সামগ্রির বিক্রয়, যদি শ্রমিক নিদিষ্ট সময় ধরে ঘণ্টায় বেশী উৎপাদন করে তার প্রকৃত মজুরি বাড়বে ফলে তার ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে সে বাজার থেকে বর্ধিত উৎপাদিত সামগ্রি কিনে নিতে পারবে। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ল অথচ প্রকৃত মজুরী বাড়ল না ফলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হল না। সরকার আর্থিক অবস্থার খরচ কমিয়ে ঘাটতি কমাতে চাইছে। এক দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্য দিকে শ্রমিকের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে ঐই অবস্থায় কি আর্থিক চক্র চালু থাকা সম্ভব? সমাজ বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক বিচারে বিশ্বায়ন সাধারণ অর্থে দৈনন্দিন ভাবে সামাজিক ধ্যান ধারণার সমন্নয় ঘটানো বা বিশ্বময় সামাজিক ক্রিয়া কর্মকে একত্রিত করার জন্য সচেতনতা।

সমস্যাটা হল উৎপাদন সংস্থাগুলো বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর দক্ষিণপন্থী মুক্ত বাজারের প্রবক্তারা জোর করে তাদের চিন্তাধারা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে ঐই ঘটনাকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হোক এর যথাযোগ্য সংজ্ঞা হল নব-উদারীকরণ। ষাটের দশকে সরকার সবরকমের আর্থিক যোগান এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে নব-উদারনীতি অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে আঘাত করল ফলে লাভবান হল বড় ব্যবসায়ীরা।

এখানে ঐই সংক্রান্ত কুকর্মগুলোকে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করছি, অবশ্য খুব শীঘ্রই এগুলো জনসমক্ষে আসবে। পুঁজিবাদ এবং সাগরেদদের কুকর্মগুলোকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা জরুরী কিন্তু এটা যারা করবে তারা বিভ্রান্ত এবং ওয়াকিবহাল নয়। আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি যে প্রতিরোধের জন্য মরণপণ লড়াই প্রয়োজন।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক গুলোর আর্থিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হাল হকিকত সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গত দুবছরে ৮, ৫০০ কোটি টাকা অনুৎপাদক সম্পদ খাতা থেকে মুছে ফেলেছে (রাইট অফ)। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ঐই তথ্য অস্বীকার করেছে। অন্য দিকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দাবী করেছে তারা গত দুবছরে ১৭, ৭০০ কোটি টাকা অনুৎপাদক সম্পদ খাতা থেকে মুছে ফেলেছে অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য সংখ্যাটা ২, ৫৬৭ কোটি টাকা। দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের তথ্যের অধিকার আইনে দরখাস্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার সাথে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া তথ্যের বিস্তর ফারাক। গত দশ বছরে বিভিন্ন সরকারি ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ ও অনাদায়ী ঋণের উসুল ও খাতা থেকে মুছে ফেলার চিত্র দেওয়া হল।

রাইট অফ ও আদায়

(কোটি টাকা)

ব্যাঙ্ক	বিগত দশ বছরের রাইট অফ	বিগত দশ বছরের আদায়
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	৪১, ৬৪১	১১, ৫৬৬
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা	৯, ৯২৯	৩, ১৭৭
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	৭, ৩৫৯	২০৪
আই ডি বি আই	৭, ১৭৪	১, ৪৭১
করপোরেসন ব্যাঙ্ক	৩, ৭৩২	৬৯১
দেনা ব্যাঙ্ক	৩, ৩৫০	১,১৭০
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র	৩, ০৩১	১,০৯৯
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা	২, ১৯৭	৪৭৫
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ বিকানির জয়পুর	২,০০১	৪০৩
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	১,৫৩৯	৫৯৫
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (ছয় বছরের তথ্য)	৪১, ৩৬১	২৭,৪১০

ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, কানাড়া বাঙ্ক ও ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক তথ্য দিতে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে তারা তথ্যের অধিকার আইনে ছাড় পেয়েছে কারণ তারা বৎসর ভিত্তিক তথ্য রাখে না।

অর্থ মন্ত্রকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে "ব্যাঙ্ক শিল্পে অনুৎপাদক সম্পদ (এন পি এ) সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি সরকারী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় রাইট অফ হওয়া সমস্ত ঋণ গ্রহীতার নাম প্রকাশ্যে আনার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। সদস্যরা বলেছেন ব্যাঙ্ক পরিচালনায় আরও স্বচ্ছতা আনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং যে সব ঋণ গ্রহীতা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ঋণ পরিশোধ করেনি তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার যাতে অন্যরা ঐই ধরনের কুকর্ম করতে ভয় পায়।"

অর্থ মন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি কমিটিকে বলেন দেউলিয়া বা ব্যাঙ্করাপ্ট অবস্থা সম্বন্ধে বর্তমানে যে আইন রয়েছে তাতে পরিবর্তন আনার জন্য সংসদীয় কমিটির সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেছেন এবং সংসদে ঐই বিষয়ে চর্চা হবে। তিনি আরও বলেন ঋণ আদায়ের পদ্ধতি সহজতর করার জন্য সারফেসি আইন(The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Act, 2003) এবং ডি আর টি আইনের (Debt Recovery Tribunal, Act) পরিবর্তন করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে সরকারী ব্যাঙ্ক বিগত ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালে ১.১৪ লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ রাইট অফ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট ১৬ ফেব্রুয়ারি, ঐই রিপোর্টের ভিত্তিতে এটাকে একটা বৃহৎ জালিয়াতি আখ্যা দিতে সপ্রণোদিত ভাবে বিচারের জন্য গ্রহণ করেছেন। জাস্টিস টি এস ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ অপব্যয়ী বৃহৎ খেলাপি ঋণ গ্রহীতাদের নাম প্রকাশ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিয়েছেন।

সাধারণত সারা বিশ্বে কোথাও ব্যাঙ্ক ঋণ খেলাপিদের নাম প্রকাশ করে না। ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। এখানে ঐই বিষয়ে জড়িত বেশিরভাগই সরকারি ব্যাঙ্ক এবং অনেক ঋণ গ্রহীতাই পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ। ব্যাকিং ব্যবস্থায় অনুৎপাদক সম্পদের বহর এতটাই বড় এবং উদ্বেগজনক যে খেলাপি ঋণের তথ্যগুলো জনসমক্ষে এনে ঋণ আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী।

ডিসেম্বর ২৪, ২০১৫ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঋণ পরিশোধ করেনি এবং ঋণ খেলাপিদের তালিকা অনুযায়ী সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় অনাদায়ী ঋণের পরিমান প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা। দশটি শীর্ষস্থানীয় খেলাপি ব্যবসায়ী সংস্থার অনদায়ী ঋণের পরিমান ৫৬, ০০০ কোটি টাকা।

দশটি শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সংস্থা / কোটি টাকায়

কোম্পানি	উদ্যোগ	বকেয়া ঋণ	উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বকেয়া	শেয়র বাজারে তালিকাভুক্ত	প্রধান ঋণদাতা (মোট টাকা)	কোম্পানির বর্তমন অবস্থা
উষা ইস্পাত	মেটাল, মাইনিং	১৬,৯১১	৫,০৯৩	২০০৭ থেকে ট্রেডিং বন্ধ	এল আই সি (৮৬১৯)	জানা নেই
লয়েড স্টিল	ইস্পাত	৯৪৭৮	৬৩০৯	হাঁ	ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (৬৭২৪)	উত্তম গ্লাভা গ্রুপ অধিগ্রহণ করেছে
হিন্দুস্থান	টেলিকম কেবল্	৪৯১৭	০	না	ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (২৪৩৯)	ব্যবসা গুটানো হচ্ছে
হিন্দুস্থান ফটোফিল্ম	ফটো ফিল্ম	৩৯২৯	০	না	এল আই সি (১৭৮১)	বন্ধ
জুম ডেভোলপার	রিয়েল এস্টেট	৩৮৪৩	১৩৭	না	ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স (৫২৪)	জানা নেই
প্রকাশ ইন্ডাস্ট্রি	মাইনিং স্টিল পাওয়ার	৩৬৬৫	২২৩৩	হাঁ	এল আই সি (২১৭১)	চালু আছে
ক্রানেস সফট্ওয়্যার ইন্টারন্যাশনাল	আই টি	৩৫৮০	২৫০৫	হাঁ	ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (৩৪৪৩)	চালু আছে
প্রাগ বোসিমি সিন্থেটিক্স	টেক্সটাইল	৩৫৫৮	০	হাঁ	আই ডি বি আই (৮৪৮)	চালু আছে
কিং ফিসার	বিমান পরিষেবা	৩২৫৯	০	না	পি এন বি (৬৭২)	বন্ধ
মালদিকা স্টিল	স্টিল	৩০৫৭	০	না	জি আই সি (২৪৯০)	বন্ধ

অনাদায়ী ঋণের বোঝায় প্রায় সমস্ত সরকারি ব্যাঙ্ক বিরাট পরিমান ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬) সরকারি ব্যাঙ্কের মোট ক্ষতির পরিমান ১৬২৭২.৩৪ কোটি টাকা। বিগত আর্থিক বছরে শেষ তিন মাসে (জানুযারি - মার্চ ২০১৫) ঐ সরকারি ব্যাঙ্কের লাভের পরিমান ছিল ৪০৬৩.৫৮ কোটি টাকা।

(কোটি টাকা)

ব্যাঙ্ক	জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬	জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫
এলাহবাদ ব্যাঙ্ক	-৫৮১.১৩	২০২.৬৩
অন্ধ্র ব্যাঙ্ক	৫১.৬০	১৮৫.২৪
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা	-৩২৩০.১৪	৫৯৮.৩৫
ব্যাঙ্ক আফ মহারাষ্ট্র	-১১৯.৮৪	১১২.৭২
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	-৮৯৮.০৪	১৭৪.২৯
করপোরেশন ব্যাঙ্ক	-৫১০.৯৭	৪৫.০৭
দেনা ব্যাঙ্ক	-৩২৬.৩৮	৫৫.৮২
আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক	-১৭৩৫.৮১	৫৪৫.৯৪
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	৮৪.৪৯	২০৬.১৬
ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স	২১.৬২	-১৭৮.৪৪
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক	৯৮.১২	-৭০.২৪
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ বিকানির অ্যান্ড জয়পুর	১৯৩.২২	২৮০.২৫
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ মাইসোর	১০৪.৮৬	১৩৫.৯৭
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ট্রিভাঙ্কুর	৬২.১৪	১৯১.৯৭
সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক	-২১৫৮.১৭	৪১৬.৯২
ইউকো ব্যাঙ্ক	-১৭১৫.১৬	২০৯.২৮
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	৯৬.১২	৪৪৩.৭৭
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	-৪১৩.০৪	১০৪.৫২
ভিজয়া ব্যাঙ্ক	৭১.৩১	৯৬.৮০
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	-৫৩৬৭.১৪	৩০৬.৫৬
মোট	**-১৬২৭২.৩৪**	**৪০৬৩.৫৮**

সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রকের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয় ২০১৭ সালের মার্চ মাসে মোট অনুৎপাদক সম্পদ (Gross Non-performing Asset) ভয়াবহভাবে বেড়ে ৬.৯ শতাংশ হতে পারে। সরকারি ব্যাঙ্কের মোট অনুৎপাদক সম্পদ সেপ্টেম্বর ২০১৫-এ ছিল ৫.১৪ শতাংশ ২০১৬ সেপ্টেম্বর-এ বেড়ে ৫.৪০ শতাংশ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সামনে সুন্দর অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছে এবং আচ্ছা দিনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না।

নাগরিক মঞ্চ, মিনাখাঁ ব্লকের ১৮৯জন সিলিকোসিসে আক্রান্ত এবং ১৩জন মৃত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ চেয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে একটি আবেদন জানায়। আবেদনটির বাংলা ভাষান্তর। - সম্পাদক

মাননীয় চেয়ারম্যান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

নিউ দিল্লি

মহাশয় / মহাশয়া

আমরা নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মিনাখাঁ ব্লকের সিলিকোসিসে আক্রান্ত মানুষের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।

নাগরিক মঞ্চ, একটি নাগরিক উদ্যোগ, ২৫ বছর ধরে শ্রম, শিল্প এবং পরিবেশ নিয়ে কাজ করছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন ব্লকের দারিদ্র পীড়িত মানুষের বর্ধমান জেলায় একাধিক পাথর খাদান এবং পাথর ভাঙা কারখানায় কাজের জন্য যায়। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২০০ মানুষ দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলার মিনাখাঁ ব্লকের, তিনটি পাথর ভাঙা কারখানায় কাজ নিয়ে গিয়েছিল। কারখানাগুলি হল, ১. মেসার্স লক্ষ্মী স্টোন ফ্যাক্টরী, রানীগঞ্জ, জেলা বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৪৭ (সুজিত শাহের মালিকানা), ২. মেসার্স তারামা মিনারলস্ ফ্যাক্টরী, হামরোভাটা, থানা : জামুরিয়া, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৬ (বিকাশ গড়াইয়ের মালিকানা) এবং ৩. মেসার্স বালকৃষ্ণ ফ্যাক্টরী, থানা - কুলটি, জেলা- বর্ধমান, পিন - ১৩৩৪৩। ২০১০ -২০১৩-র মধ্যে মিনাখাঁর গ্রামের মানুষ কারখানা গুলিতে কাজে যায়।

পাথরভাঙা কলে কাজ করার ফলে বেশির ভাগ শ্রমিক দুরারোগ্য অসুখ সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়। তাঁদের ১৩ জন ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। (এঁদের নামের তালিকা ঐই চিঠিটির সঙ্গে দেওয়া হল)। অনেকে মৃত্যুর দিন গুণছে।

২০১২ থেকে ঐই শ্রমিকদের মধ্যে সিলিকোসিসের সমস্যা শুরু হয়। তাঁদের মধ্যে কারুর কারুর নিঃশ্বাসের কষ্ট এবং কাজ করার অক্ষমতা দেখা যায়। আইন অনুযায়ী ঐইসব শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। বছরের পর বছর কাজ করা সত্ত্বেও এঁদের স্থায়ী করা হয়নি।

ঐই সিলিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে ভীষণভাবে শ্রম আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত মানবাধিকারও লঙ্ঘিত হয়, সুপ্রিম কোর্টের আদেশও অমান্য করা হয়।

ঐই অসুস্থ শ্রমিকরা কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা পেতে চেষ্টা করেন, কয়েকজন ভেলোরে ক্রিশ্চান মেডিকেল কলেজে চলে যান। কিন্তু এঁরা বেশিরভাগই হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চালাতে পারেননি, তাই বাড়িতে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর পথে চলেছেন। অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো ঐই অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত নয়। এমনকি অক্সিজেন সিলিন্ডারও সেখানে নেই। ভেলোর এবং কলকাতার হাসপাতাল যদিও এঁদের মধ্যে কয়েকজনকে সিলিকোসিস অথবা সিলিকোটিউবারকিউলোসিসের রুগী হিসাবে চিহ্নিত করে, কিন্তু বেশিরভাগকেই টিউবারকিউলোসিসের ওষুধ খাওয়ানো হয়, যা তাঁদের সেরে উঠতে সাহায্য করে না।

ঐই সিলিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারবর্গ ভীষণভাবে অর্থনৈতিক দুর্দশায় পড়েছেন। ১৩ জন মৃত ব্যক্তিকে বাদ দিলেও যে সব আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরিবার আছেন তাঁদের বেশিরভাগেরই প্রধান রোজগেরে ব্যক্তি ছিলেন ঐই ব্যক্তিরা, তাই ওই ১৩টি পরিবার সহ অন্যান্য আক্রান্ত মানুষের পরিবারগুলিও প্রায় অনাহারে থাকবার অবস্থায় আছেন।

যদিও তাঁদের ঐই অবস্থার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, একাধিক সরকারি দপ্তর এবং আধিকারিকের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে, তবুও তাঁদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। যাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাঁরা হলেন, বর্ধমান ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার কমিশনার, বসিরহাট চিফ মেডিক্যাল অফিসার, শ্রম দপ্তরের সেক্রেটারী, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতরের সেক্রেটারী, পরিবেশ দফতরের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ইত্যাদি। চিকিৎসা শুধু নয়, অন্যান্য সাহায্য যেমন ঠিকঠাক ক্ষতিপূরণও তাঁরা পাননি।

এ প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক রায়ের উল্লেখ করা যায়। সুপ্রিম কোর্টের ঐই রায়ের তারিখ ৫.৩.২০০৯। একটি রিট পিটিশন (সিভিল) নং ১১০/ ২০০৬, পিপলস্ রাইট এবং সোশ্যাল রিসার্চ সেন্টার (প্রসার) বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যদের মামলায় ঐই রায় দেওয়া হয়। 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' নির্দিষ্টভাবে সিলিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কিংবা সার্বিক ভাবে ঐই অঞ্চলের বিষয়টি দেখভালের জন্য গ্রহণ করতে পারেন। উপযুক্ত এবং নির্দিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে তাঁদের যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা যাতে হয়। এরাই তাঁর নির্দেশ দেবেন।

আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা ২৫ জুলাই ২০১৪ নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনফারেন্সের প্রেক্ষাপট হিসাবে যা তুলে ধরা

হয়েছিল তার উল্লেখ করতে পারি, 'কোনও শ্রমিক কিংবা যে কোনও ব্যক্তি সিলিকোসিসে আক্রান্ত হলে, তাদের সাংবিধানিক অধিকার, দীর্ঘ এবং স্বল্পকালীন চিকিৎসার সুযোগ এবং পুনর্বাসনের সুযোগ পাওয়া।

এছাড়াও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন।

প্রতিরোধ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ।

পুনর্বাসন ঃ সিলিকোসিসে আক্রান্তদের বিকল্প কাজ কিংবা অক্ষমদের পেনশনের ব্যবস্থা।

ক্ষতিপূরণ ঃ আক্রান্তদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া। ঐই প্রসঙ্গে নাগরিক মঞ্চ এবং সহমত সংগঠনগুলি এবং ব্যক্তিদের সাহায্যে চিঁচুড়গেরিয়া, ঝাড়গ্রামের পাথরভাঙ্গা কারখানার শ্রমিকরা ২০০১ এ সুপ্রীম কোর্টে যে আইনী লড়াই লড়েছিল তার উল্লেখ প্রয়োজন। ঐই লড়াই আক্রান্ত শ্রমিকদের তাঁদের পেশাগত অসুস্থতার জন্য ক্ষতিপূরণ পেতে সাহায্য করেছিল।

আমরা মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রায় এবং নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে ঐই আক্রান্তদের জন্য সঠিক চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি।

আপনার অনুগত
ধন্যবাদান্তে
নব দত্ত
সাধারণ সম্পাদক, নাগরিক মঞ্চ

মিনাখাঁ ব্লকে সিলিকোসিসে মৃত ব্যক্তিদের তালিকা

ক্রমিক নং	মৃত ব্যক্তির নাম	আনুপাতিক বয়স	গ্রাম	ব্লক এবং জেলা
১.	হোসেন মোল্লা	২৮	গোয়ালদহ	মিনাখাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
২.	মণিরুল মোল্লা	২৬	ঐ	ঐ
৩.	অজগর মোল্লা	২০	ঐ	ঐ
৪.	আলামিন মোল্লা	১৯	ঐ	ঐ
৫.	মোজা ফফর মোল্লা	২০	ঐ	ঐ
৬.	আবুল পাইক	২৮	ঐ	ঐ
৭.	বিশ্বজিৎ মন্ডল	২৬	ঐ	ঐ
৮.	আলেম মোল্লা	৩২	ঐ	ঐ
৯.	মিজানুল মোল্লা	২২	ঐ	ঐ
১০.	বিশ্ব মন্ডল	২৮	ঐ	ঐ
১১.	রুলামিন মোল্লা	২৬	ঝুপখালি	সন্দেশখালি, উত্তর ২৪ পরগণা
১২.	ভবেশ সর্দার	২৮	দেবীতলা	মিনাখাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
১৩.	বিয়াজুল	৩০	গান্টি,জীবনতলা	দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বই কথা

বিপন্ন পরিবেশ ২০১৬ - পরিবেশের সার্বিক বিপন্নতার প্রতিচ্ছবি। শিল্প কারখানার বর্জ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ জমা হয় জলাভূমির উপর। ফল-জল দূষণ বৃদ্ধি। ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে দেশের বেশিরভাগ শহর স্রেফ বায়ু দূষণের কারনেই মরণকূপে পরিণত হয়েছে। এ রাজ্যে পরিবেশ আন্দোলন গতিহীন। তবুও কিছু মানুষ পরিবেশ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে শহীদ হয়েছেন। প্রতিরোধ, প্রতিবাদে, সচেতনতায় নাগরিক মঞ্চ নিয়ত সক্রিয়, এসবই ঐই মলাটের মধ্যে প্রতিফলিত, দাম - ১৫০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের ভূ-জলসম্পদ : অবস্থান উন্নয়ন ও পরিচালন - সাধারণ মানুষ ও বিদ্যালয় স্তরে ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূজলতাত্ত্বিক প্রাকৃতিক গঠনতন্ত্র বা ব্যবহার্য জলোত্তলনের প্রাকৃতিক পরিকাঠামোর ভাষ্য-চিত্র। ঠিক কোন জায়গায় কী ধরনের মাটি-বালি-পাথরের কত গভীরে কেমন গুণমানের ও কী পরিমাণ জল পাওয়া যায়, কোথায় বিশুদ্ধ জল, কোথায় দূষিত জলের অবস্থান, কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পশ্চিমবঙ্গের কোন প্রান্তের মানুষ কী ধরনের দূষিত জলকে বিশুদ্ধ জলে রূপান্তরিত করতে পারে, কোথায় জন-জীবনের দূষণজাত বিপদ,এসবই ঐই বইয়ে ভূ-জল বিশেষজ্ঞ ড. প্রদীপ কুমার সিকদার, সহজ সরলভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। ঐই বই ড. সিকদারের ইংরেজী রিপোর্টের বাংলা। দাম - ১৫০ টাকা।

নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক, শ্রী নব দত্ত মানবাধিকার কমিশনে (আইন বিভাগ) একটি অভিযোগ দায়ের করেন। কেস নং ১৩৫৮/ ২৫/ ৪/ ২০১৫। সেখানে অভিযোগ জানানো হয়েছে যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মিঁনাখা অঞ্চলের ১৮৯ জন বর্ধমানে জেলার বিভিন্ন খাদানে কাজ করতে গিয়ে সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হন এবং এর মধ্যে ১৩ জন মানুষ মারা যান। সেই সব পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের মৃত্যুর আর্থিক ক্ষতি পূরণ, পুনর্বাসন ও চিকিৎসা দেবার জন্যে আবেদন জানায়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ৩রা জুন ২০১৬ এই বিষয়ে যে নির্দেশ দেয় এটি তার বাংলা ভাষান্তর। – সম্পাদক

অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার (আইন)

কেস নং ১৩৫৮ / ২৫/ ৪/২০১৫

২০/৬/২০১৬

প্রতি
নব দত্ত
জেনারেল সেক্রেটারী
নাগরিক মঞ্চ
১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, ব্লক বি, রুম -৭
দ্বি-তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০ ০৮৫
মহাশয় / মহাশয়া

আপনার ২৮/৭/২০১৫ তারিখের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যথানির্দেশ অনুযায়ী এতদ্বারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে আপনার অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ থেকে পাওয়া রিপোর্ট গত ৬/৬/ ২০১৬ তারিখে কমিশনের কাছে দাখিল করা হয়েছিল। বিষয়টি বিবেচনা করে কমিশন যেমনটি নির্দেশ দিয়েছেন তা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

শ্রী সমিত কুমার কার, সেক্রেটারী জেনারেল, অকুপেশানেল সেফটি অ্যান্ড হেল্‌থ অ্যাসোসিয়েসন অফ ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গে সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনার বিষয় গত ২৩/৭/ ২০১৪তে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী ১৮৯ জন শ্রমিক বর্ধমান জেলার আসানসোলে কাজ করতে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ফুসফুস পেশাগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ১৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে।

সফিউদ্দিন মোল্লা, নাসির মোল্লা, আবুল পাইক, মুজাফফর মোল্লা এবং বাবুসোনা-দের মৃত্যুর সার্টিফিকেট তিনি জমা দিয়েছেন।

গত ২৮/৭/২০১৫ তারিখে কলকাতা থেকে নাগরিক মঞ্চের নব দত্ত আর একটি অভিযোগ জমা দিয়ে কমিশনকে জানান যে, বিগত ২০১০ থেকে ২০১৩-র সময়ে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন এলাকা থেকে বহু সংখ্যক মানুষ বর্ধমান জেলার বিভিন্ন খনি ও পাথর ভাঙ্গার কারখানাতে কাজ করতে গিয়েছিলেন এবং যে তিনটি কারখানায় কাজ ক'রে এঁরা সিলেকোসিস আক্রান্ত হয়েছে সেগুলি হ'লো (১) মেসার্স লক্ষ্মী স্টোন ফ্যাক্টরী, রানিগঞ্জ, জেলা বর্ধমান, (২) মেসার্স তাঁরামা মিনারেলস ফ্যাক্টরী, হুমরোভাটা, জেলা বর্ধমান এবং (৩) মেসার্স বালকৃষ্ণ ফ্যাক্টরী, থানা-কুল্টি, জেলা বর্ধমান। আক্রান্তদের মধ্যে ১৩ জন শ্রমিক মারা গেছেন আর বহু মানুষ মৃত্যুর দিন গুনছেন। সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার এবং যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের নিকট আত্মীয়কে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করার আবেদন জানানো হয়েছে।

কমিশন দুটি আবেদনকেই গ্রহণ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ঐই আবেদনগুলির অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'লো তার জবাব চেয়েছে।

কমিশনের নির্দেশ পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের যুগ্ম সচিব কমিশনকে জানিয়েছেন যে ১৩ জনের মধ্যে ৮ জন বিগত বিভিন্ন সময়ে (২ থেকে ৫ বছরের মধ্যে) সিলিকার ধুলোয় সংক্রমিত হ'য়ে মারা গেছেন। বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ঐইসব মৃত্যুর সার্টিফিকেট প্রদান করেছে এবং তাই এগুলিকে পরিস্থিতিগত প্রমাণ মনে করে গ্রহণ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের যুগ্ম সচিবের দেওয়া তালিকা থেকে এটা পরিষ্কার যে যেমনটি এস. এস. কে. এম. হাসপাতাল, সি. এন. এম. সি. হাসপাতাল এবং তামিলনাড়ুর সি. এম. সি ভেলোর হাসপাতাল বলেছে প্রয়াত বাবুসোনো ওরফে মনিরুল মোল্লা, প্রয়াত মোজাফফর মোল্লা, প্রয়াত বিশ্ব ওরফে ভিসো মন্ডল, প্রয়াত আবুল পাইক এবং প্রয়াত বিশ্বজিৎ মন্ডল সিলিকার ধুলোয় সংক্রমিত হয়ে এবং সিলিকোসিসের কারণে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভুগেই মারা গিয়েছেন। নিউমোকোনিওসিসের আর এক ধরন ঐই সিলিকোসিস রোগটি হওয়ার দুটি নির্ণায়ক দিক হ'লো - কর্মক্ষেত্রে শরীরের মধ্যে ঐই সিলিকা ধুলো জমা হওয়া এবং এটা দেখার যে কতদিন ধরে ঐ ধুলো জমা হচ্ছে।

অপর তিনজন প্রয়াত হোসেন মোল্লা, আজগার আলি মোল্লা ও আলামিন মোল্লা সিলিকায় সংক্রামিত হয়ে এবং প্রবল শ্বাসকষ্টে ভুগে মারা গেছেন। যদিও এঁদের এক্সরে প্লেটগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে । এরা তিনজন বাড়িতে মারা গেছেন।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে হোসেনুর মোল্লা ও নুর হোসেন মোল্লা সিলিকা ধুলোর পরিবেশে কাজ করেছিলেন এবং প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন যার চিকিৎসা চলছিল। এঁদের এক্স-রে প্লেট দেখতে হবে।

এভাবে, যুগ্ম সচিবের বিবেচিত প্রদত্ত রিপোর্টে এটা পরিষ্কার যে তালিকাভুক্ত ১৩জন শ্রমিক লক্ষ্মী স্টোন ফ্যাক্টরী তারামা মিনারেলস এবং বালকৃষ্ণ

ফ্যাক্টরীতে কাজ করছিলেন, কিন্তু কারখানা মালিকদের জমা দেওয়া কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে কারখানাগুলোর শ্রমিক নিযুক্তি খাতায় (এমপ্লয়মেন্ট রেজিস্টার-এ) এঁদের কারও নাম নেই।

উপরিউক্ত রিপোর্ট থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, যে পাঁচজন মারা গেছেন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে আইন বলবৎকারী সংস্থাগুলির ('এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিদের') অবহেলার কারণে মারা গেছেন, কেননা কারখানার মালিকরা যাতে সিলিকা ধুলো থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করতে যথাপ্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যোগান দেয় ও বিষয়টি ঐই এজেন্সিগুলি সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

পশ্চিমবঙ্গে ঐই এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলি যদি সতর্ক থাকতো এবং কারখানা পরিচালন কর্তৃপক্ষের দ্বারা শ্রমিকদিগকে সুরক্ষা-সরঞ্জাম দেওয়ার বিষয়টি যদি নিশ্চিত করতো তাহ'লে যেসব শ্রমিকরা সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তাঁদের জীবন বাঁচানো যেতো।

ফলত, রিপোর্ট এটাই বলছে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পাঁচজন সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের জীবনরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব প্রাথমিক ভাবে এটা ভুক্তভোগীদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার একটা ঘটনা এবং মৃতদের নিকট আত্মীয়রা আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে।

সুতরাং ঐই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবকে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে জানতে চাওয়া হবে 'প্রোটেকশন অফ

হিউমান রাইটস অ্যাক্ট, ১৯৯৩' এর ১৮(এ) (এক) ধারা অনুযায়ী ঐ মৃত পাঁচজন, প্রয়াত বাবুসোনা ওরফে মনিরুল মোল্লা, প্রয়াত মোজাফফর মোল্লা, প্রয়াত বিশ্ব ওরফে ভিশো মন্ডল, প্রয়াত আবুল পাইক এবং প্রয়াত বিশ্বজিৎ মন্ডলের নিকট আত্মীয়দের প্রত্যেককে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে চার লক্ষ ক'রে টাকা দেওয়ার জন্য কেন সুপারিশ করা হবে না।

ঐই চার লক্ষ টাকার মধ্যে দু'লক্ষ টাকা নিকট আত্মীয়কে নগদে দেওয়া যাবে আর বাকী দু'লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট করে দিতে হবে যার মাসিক সুদ নিকট আত্মীয় প্রতি মাসে পেতে থাকবে।

এর জবাব আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে যেন দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের যুগ্ম সচিবের কাছ থেকে আরও রিপোর্ট চাইতে হবে এ বিষয়ে যে তিনি প্রয়াত হোসেন মোল্লা, আজগার আলি মোল্লা ও আলামিন মোল্লা এক্সরে প্লেট পরীক্ষা ক'রে কমিশনকে জানাবেন যে এঁরা সিলিকোসিসে ভুছিলেন কি না।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে হোসেনুর মোল্লা ও নুর হোসেন মোল্লা সিলিকা ধুলোর পরিবেশে কাজ করছিলেন এবং প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন যার চিকিৎসা চলছিল। এঁদের এক্স-রে প্লেট পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে।

যুগ্ম সচিব, শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, হোসেনুর মোল্লা ও নুর হোসেন মোল্লা সিলিকা ধুলোর পরিবেশে কাজ করছিলেন, তাঁদের এক্স-রে করা হয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসা চলছিল।

যুগ্ম সচিব, শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কমিশনকে এটা জানাবেন যে এঁরা সিলিকোসিসে ভুগছিলেন কিনা এবং প্রয়াত হোসেনুর মোল্লা ও নুর হোসেন মোল্লাকে যে চিকিৎসা করা হচ্ছিল সে বিষয়েও রিপোর্ট দেবেন।

আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে যেন রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়।

কমিশনের ঐই কার্য বিবরণীর অনুলিপি অভিযোগকারী নব দত্তকেও তাঁর অবগতির জন্য এবং যদি তাঁর কিছু মন্তব্য করার থেকে থাকে তার জন্য দেওয়া হয়, যা ঐই কমিশন যেন ছয় সপ্তাহের মধ্যে পেতে পারে।

উপরিউক্ত নির্দেশানুসারে আপনার যদি কিছু মন্তব্য থাকে সেই প্রয়োজনে আমি ঐই পত্রের সঙ্গে রিপোর্টের অনুলিপি সংযোজন করলাম, আপনাকে আগামী ২৭/৭/২০১৬র মধ্যে কমিশনের বিবেচনার জন্য তা পাঠাতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত

অ্যাসিস্টান্ট রেজিস্ট্রার (আইন)

নাগরিক মঞ্চের বর্তমান অবস্থান : গত ৯ই জুলাই, ২০১৬ তারিখে নাগরিক মঞ্চের একটি পরিদর্শক দল সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের দঃ ২৪ পরগনার মিনাখাঁ সংলগ্ন গ্রামগুলিতে যায় এবং মৃতদের পরিবারের লোকজন ও সিলিকোসিসে আক্রান্ত এবং এখনও চিকিৎসারত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে। পরিদর্শক দলটি উপরের পত্রটিতে উল্লিখিত সংখ্যার বাইরে আরও দুই জন শ্রমিকের সিলিকোসিসে মৃত্যুর খবর পেয়েছে। এ বিষয়ে নাগরিক মঞ্চ পরবর্তী সংখ্যায় বিস্তারিত আকারে প্রকাশ করবে। - সম্পাদক

পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যে এবং পরিবেশে ভয়াবহ সংকট প্রসঙ্গ এবং এই সংকট মোচনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে গত ৯.৭.১৫ তারিখে নাগরিক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক যে চিঠিটি দেন এখানে তা প্রকাশ করা হলো –সম্পাদক

NM / ENV / 2015 / 1 Dt. 07. 09. 2015

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
'নবান্ন''
৩২৫, শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া - ৭১১১০২

মহাশয়া,

বিষয় ঃ পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশে উদ্ভূত ভয়াবহ সংকট প্রসঙ্গ এবং এই সংকট মোচনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।

সম্প্রতি রাজ্যসভায় পেশ করা তথ্য, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত খবর ও অন্যান্য সূত্র থেকে আমাদের গোচরে এসেছে যে শিল্প, যানবাহন ও হাসপাতাল সমূহের বর্জ্য প্রচণ্ড বায়ু দূষণের কারণে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ ও ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। হাসপাতাল সমূহের বর্জ্য নিষ্কাশন পরিচালন ব্যবস্থা বা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের সুবিধা প্রদানের নামে, কিছু এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ব্যবসায়িক সংস্থা ঐই সংকটকে আরও প্রকট করে তুলেছে। এটা আমরা জানি যে বিগত দশ বছরে অত্যধিক বায়ু দূষনের কারণে ভারতবর্ষে ৩৫ হাজার মানুষ শ্বাসনালীতে প্রচণ্ড সংক্রমণ [Acute Respiratory Infection / ARI (এ-আর-আই)] জনিত অসুখে ভুগে মারা গিয়েছে এবং প্রতি বছর ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ বায়ুদূষণের কারণে ঐই "এ-আর-আই"তে ভুগছে। আর ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি আমরা এটা জেনে সে এ-আর-আই তে মৃত্যুর সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সব চেয়ে বেশী। পশ্চিমবঙ্গের তথ্যাঙ্কটি নিম্নে প্রদত্ত হল [তথ্যসূত্রঃ - On QUESTION NO 1942 of Shri Jesudasu Seelam in RAJYA SABHA, the Answer by SHRI PRAKASH JAVADEKAR, Minister of State (Independent Charge) For Environment Forest and Climate Change : Answered on 06. 08. 2015 on Respiratory diseases due to air pollution].

The cases and death due to Acute Respiratory Infections (ARI) in all age groups including children from 2006 to 2015 in West Bengal.

আমাদের পশ্চিবঙ্গ সম্পর্কিত উপস্থাপিত ঐই তথ্যটির সংগ্রহ সূত্রটি কেবল উপরে উল্লেখ করেছি; তথ্যটি তৈরীর মূল পদ্ধতিগত সূত্র সম্বন্ধে আমরা অবগত নই। ঐই কারনে তথ্যটি ভুল না ঠিক তা আমরা জানি না। কিন্তু যেহেতু এটি কেন্দ্রীয় সরকারী তথ্য সেহেতু আমরা এটিকে সঠিক ধরে নিয়েই আতঙ্কিত হচ্ছি। বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্যসরকার অবগত আছে মনে করি। কিন্তু সে বিষয়গুলি আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে সেগুলিকে আপনার জ্ঞাতার্থে সবিনয়ে উপস্থাপন করছি।

এক

উপরে উল্লিখিত পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক তথ্যটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদন করছেন কিনা আমাদের জানা নেই। যদি অনুমোদিত হয়ে থাকে তাহলে বায়ুদূষণ জনিত স্বাস্থ্য সঙ্কটমোচনে সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া ব্যবস্থা যদি কিছু নেওয়া হয়ে থাকে তা আমরা জানতে আগ্রহী। আর যদি ঐই তথ্যটি ভুল হয় তাহলে সঠিক তথ্য এবং গৃহীত ব্যবস্থাগুলি বিষয়েও আমরা অবগত নই। আমরা তাই চিন্তিত।

	2006		2007		2008		2009		2010	
Name of States	Cases	Death	Cases	Death	Cases	Death	Cases	Death	Cases	Death
W. Bengal	2020983	894	2073990	752	2131081	826	1806349	709	1980448	451

	2011		2012		2013		2014		2015	
	Cases	Death	Cases	Death	Cases	Death	Cases	Death	Cases	Death
	1991660	528	2550319	755	2514606	753	2831623	625	813478	150

দুই

ঐই তথ্য বিষয়ক ও উপরিউক্ত সংকট দূর করার সুবিধার্থে আমরা আমাদের বক্তব্য এখানে রাখছি—

পরিবেশ দূষণের কারণেই ব্যাপক জনস্বাস্থ্যের হানি ঘটে থাকে। সামগ্রিকভাবে বায়ুদূষণ ও জলদূষণ পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে বড় কারণ। কেবলমাত্র বায়ুদূষণের প্রসঙ্গেই বলি। বহুবিধ উপায়ে বায়ুদূষণ ঘটে থাকে আমরা সকলেই জানি কিন্তু বিশেষ কিছু উপায় বা দূষণ সৃষ্টিকারী এমন কিছু থাকে যা সবার চোখের সামনে প্রচণ্ড বায়ুদূষণ করে চলে। এমনই একটি দূষণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স সেমব্র্যাঙ্কি এনভায়রণমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্যই ছিল "Common Biomedical Waste Treatment Facility" (CBWTF / সি.বি.ডব্লিউ.টি—সুবিধা) প্রদান করা। হাওড়া, কল্যাণী, দুর্গাপুর এবং হলদিয়াতে প্রতিষ্ঠানটির ঐই ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন রিপোর্ট এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের একাধিক নির্দেশনামা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বহুবার দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করেছে এবং সে কারণে বহুবার আইনী শাস্তির মুখে পড়ে লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়েছে। কিন্তু এর পরেও সমানে বায়ুদূষণ করে চলেছে।

(ক) দেখা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটির হাওড়া কেন্দ্র নিজের ক্ষমতা, ৩০ হাজার বেড থেকে প্রাপ্ত বর্জ্য ব্যবহারের সীমার বাইরে প্রায় ৮০ হাজার বেডের বর্জ্য ব্যবহার করছে। যন্ত্রনির্ভর ঐই পদ্ধতিগত অনিয়মের ফলে অবৈজ্ঞানিকভাবে বর্জ্য পরিশোধন করা হচ্ছে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে বাতাসে, 'এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্টের' নামে এঁদের তৈরি এক ভিন্ন পদ্ধতিতে নতুন করে বায়ুদূষণ ঘটছে ভীষণভাবে।

(খ) কমন বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি (সি.বি.এম.ও.টি.এফ)-র বিষয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকায় আছে ১৫০ কি.মি. ব্যাসার্ধের দূরত্বের বাইরে বর্জ্য নিয়ে যাওয়া আসা যাবে না। এবং খোলা অবস্থাতে তো নয়ই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, হলদিয়া ও দুর্গাপুর ইউনিট কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দূর দূরান্ত থেকেও খোলা ট্রাকে সাধারণ বস্তায় ভরে হাসপাতালের বর্জ্যের মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর দ্রব্য পরিবহন করছে। যেখানে বি.এম.ডব্লিউ রুল ২০০০ এবং [Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules-2000] কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী এ ধরনের সব বর্জ্য স্থানান্তরিত করতে হবে 'নন্-ক্লোরিনেটেড' 'লিকেজ-প্রুফ পলিথিন ব্যাগ'-এর মধ্যে ভরে।

(গ) নথি থেকে এটাই জানা যাচ্ছে যে, উক্ত সংস্থাটির কাজকর্ম চালানোর অনুমতি বা 'কনসেন্ট টু অপারেট' নেই। এবং ২০১২ সাল থেকে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রদেয় প্রাধিকার বা 'অথরাইজেশন' নেই। যদি তাই হয়, আশ্চর্যের বিষয়, তাহলে কীভাবে ওই সংস্থাটি হেলথকেয়ার সংস্থাগুলির কাছ থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করছে এবং সেগুলোকে দূষিত পদ্ধতিতেই দূষণমুক্ত করছে।

(ঘ) যেখানে ওই দূষণ নিষ্কাষণ পরিচালন সংস্থাটির হাওড়া, কল্যাণী ও দুর্গাপুর কেন্দ্রগুলি অননুমোদিত অতি উচ্চহারে বাতাসে এবং জলে পি.এম (P.M), বি.ও.ডি (B.O.D) এবং সি.ও.ডি (C.O.D) ছড়াচ্ছে, যেখানে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দ্বারা বাৎসরিক কিছু বেশি পরিমাণে আর্থিক জরিমানা করলেই কি নিয়মিত ঘটতে থাকা বহু জীবনহানি ও ব্যাপক স্বাস্থ্য হানির মতো এত বড় ক্ষতিপূরণ সম্ভব! বোধ করি, না।

রাজ্যসভায় উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কম করতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে সেগুলি আমাদের রাজ্যে কীভাবে ও কী পরিমাণে কার্যকরী হয়েছে বা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে অথবা ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে তা আমরা, পরিবেশ কর্মীরা জানতে আগ্রহী।

জনস্বার্থে, সরকারের যথাসম্ভব উপযুক্ত বিচার বিবেচনার জন্য বিষয়টিকে আপনার কাছে সবিনয়ে উপস্থাপিত করলাম। নাগরিক মঞ্চ এবং সবুজ মঞ্চ পরিবেশ দূষণ রোধে নানান সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে চলেছে। এ বিষয়ে সরকারের বহুবিধ কাজে আমরাও সহযোগী। যথাবিহিত প্রত্যুত্তর প্রার্থনা করি। নমস্কারান্তে,

ইতি

নব দত্ত

সাধারণ সম্পাদক, নাগরিক মঞ্চ / সম্পাদক, সবুজ মঞ্চ

মো. : ৯৮৩১১৭২০৬০

১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, ব্লক-বি, রুম নং-৭, কলকাতা-৭০০০৮৫, ফোন/ফ্যাক্স : ০৩৩-২৩৭৩-১৯২১

নাগরিক মঞ্চের বই পাওয়া যায়

১. বই কল্প, ঢাকুরিয়া, মো : ৯৪৩৩৭৭৪২৪১

২. বই-চিত্র, কলেজ স্ট্রীট, কফি হাউসের তিনতলা, মো : ৮৬৯৭৫৩৮২২৭

৩. পাতিরাম, কলেজ স্ট্রীট মোড়

৪. দে বুক স্টোর (দীপু) - বঙ্কিম চ্যাটাজঈ স্ট্রীট, কল-৭৩ মো: ৯১৪৩৫৪৯৯৭০

৫. মনীষা গ্রন্থালয়, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল -৭৩

৬. ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্কোয়ার ইস্ট, মো: ৯৮৩৬৬৭১২০৩

৭. ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, সূর্য সেন স্ট্রীট, কল -১২

৮. প্রোগেসিভ বুক স্টল, রাসবিহারী মোড়, কল - ২৬, মো: ৯৮০৪৭৫৮৬৭৮

৯. নাগরিক মঞ্চ কার্যালয়, ১৩৪, রাজা রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীট, কল - ৮৫, (বৃহ: ও রবি বাদে অন্যান্য দিন বেলা ২-৭টা)

সংগঠন সংবাদ

সংবাদ - ১ : পরিবেশ চর্চা নানা মাধ্যম

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ উপলক্ষে নাগরিক মঞ্চ 'পরিবেশ চর্চা নানা মাধ্যমে' ঐই শিরোনামে কলকাতার ত্রিকোণ পার্কে (রাসবিহারী এভিনিউ) শরৎ স্মৃতি সদনে দুদিনের এক অনুষ্ঠান করলো।

পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা, তথ্যচিত্র-ছবি-বই প্রদর্শনী, বই প্রকাশ, পেন্টিং, গণ-নাটক ও হ্যান্ডমেড পেপার তৈরীর কর্মশালা ছিল। ছিল শুভেন্দু দাশগুপ্তের নিজের হাতে আঁকা পরিবেশের ওপর ছবি। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিল, ইনিসেয়েটিভ ফর হেলথদি এনভায়রণমেন্ট অ্যান্ড কালচার; থার্ড আই ফটোগ্রাফি, মমার্ত, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা; বিজ্ঞান অন্বেষক, কাঁচড়াপাড়া, এমপ্যাথি, ব্যারাকপুর, ক্যালকাটা অ্যাহেড, সবুজমঞ্চ।

প্রথম দিন ৭ই জুন ২০১৬ নাগরিক মঞ্চের বই প্রকাশ, আলোচনা, পেন্টিং ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী উদ্বোধনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অধ্যাপক পি. কে. শিকদারের ইংরেজি লেখা শ্রী মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ 'পশ্চিনবঙ্গের ভূ-জলসম্পদ : অবস্থান, উন্নয়ন ও পরিচালন', বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রী প্রসাদ রায়, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ভূ-জলসম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনায় উপস্থিত থাকেন , অধ্যাপক পি. কে. শিকদার, ড. কল্যাণ রুদ্র, অধ্যাপক অনিরুদ্ধ মুখার্জী, অধ্যাপক অরুণাভ মজুমদার ও শ্রী প্রসাদ রায়।

বিকেলে পরিবেশের ওপর দুটো তথ্য চিত্র দেখানো হয়। পামেলা মুখোপাধ্যায় পরিচালিত গঙ্গা নদীর ওপর তথ্যচিত্র 'প্রবাহ' এবং ঊর্মি চক্রবর্তী ও জয়ন্ত বসু পরিচালিত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ওপর তথ্য চিত্র 'সুলভ জল'। দুটো তথ্যচিত্রকে ঘিরে দর্শকদের কিছু মন্তব্য কানে আসে-

'প্রবাহ' তথ্যচিত্রটি বেশ গতিশীল, ফটোগ্রাফি অসাধারণ, ঝকঝকে, ছবি দর্শকদের টানে। কিন্তু দূষণে প্রশ্নে পরিচালক নির্বিকার, নীরব। ছবিটি দেখার পর মাথায় কোন প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারে না।

'সুলভ জল' বেসরকারি উদ্যোগে স্বল্পমূল্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের একটি প্রকল্প। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে। উদ্যোগ ভালো। তবে কী এবার থেকে সরকার বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহে নিজের দায় মুছে ফেলবে না তো ? এটা একটা বিপদজনক ঝোক। ভেবে দেখার।

'থার্ড আই' ও 'মমার্ত' সংগঠনের থেকে পরিবেশের ওপর বিভিন্ন পেন্টিং, ছবির প্রদর্শনী ছিল। দুস্প্রাপ্য ও দুর্লভ ছবিগুলো দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয় দিন ৮ই জুন ২০১৬ হাত কলমে হ্যান্ডমেড পেপার তৈরীর মধ্যে দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়।

নিরুপমা অ্যাকাডেমি অফ হ্যান্ডমেনড পেপার সংগঠনের পক্ষে শ্রী অনুপম চক্রবর্তী ও তার সহযোগিরা প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিকোণ পার্কে খোলামেলা পরিবেশে কর্মশালাটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাই পথচলতি বহু মানুষ ঐই কর্মশালায় অংশ নেয়। হ্যান্ডমেড পেপারের ব্যবহার ও পরিবেশ বান্ধব কাগজের ব্যবহারের উপযোগিতা অনুভব করে।

বিকেলে কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞান অন্বেষক সংস্থার দুই তরুণ গবেষক শ্রী অনুপ হালদার 'বিপন্ন জলাশয়' ও শ্রী সম্রাট সরকার 'বসন্ত বৌরী পাখির সন্তান-পালন' দুটি তথ্যচিত্র পরিবেশ চর্চার এক নতুন মাত্রা আনে।

ঐই ধরনের অনুষ্ঠান না হলে ঐই দুই তরুণ পরিবেশ গবেষকের সন্ধান কলকাতার পরিবেশপ্রেমীরা পেতেন না।

বিকেল পাঁচটায় একটি আলোচনা ছিল, 'পরিবেশের রাজনীতি ঃ উন্নত-উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে কাজিয়া'। আলোচনার সভাপতি ও সঞ্চালক ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে যুক্ত থাকা শ্রী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত বক্তব্যে প্রথমেই আলোচনাটিকে সুন্দরভাবে গেঁথে দেন। শ্রী জয়ন্ত বসু, বিশিষ্ট পরিবেশ সাংবাদিক হিসেবে দেশ-বিদেশের পরিবেশ সংক্রান্ত খোঁজখবর তাঁর নখদর্পণে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কদের পরিবেশ নিয়ে কাজিয়া সুন্দরভাবে সভায় উপস্থিত করেন শ্রীবসু। শ্রী সুভাষ আচার্য, সুন্দরবনের মানুষ। সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির একজন সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন সুন্দরবন সম্পর্কে অবহিত এবং সুন্দরবন পরিবেশচর্চার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বক্তব্য ও তথ্য দর্শকদের সুন্দরবন সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবিয়ে তোলে।

এছাড়া সমাপ্তির দিন 'রং ও তুলি' সংস্থার পরিবেশের ওপর গান এবং 'ধূলা উড়ানিয়া' নাট্য গোষ্ঠীর পরিবেশের ওপর নাটক 'বদলে গেল পাড়া' দর্শকদের ভালো লাগে।

দুদিন ধরে পরিবেশ সংক্রান্ত পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল 'আর্থ কেয়াব'; 'বই কল্প'; দিশা'; 'বিজ্ঞান অন্বেষক', কাঁচড়াপাড়া ও নাগরিক মঞ্চের বইয়ের স্টল ছিল। সব কটা স্টল থেকে ভালো অর্থে বই বিক্রি হয়েছে।

এছাড়া জৈব চাষের ওপর একটি স্টল ছিল - যেখানে বিভিন্ন ধরনের হারিয়ে যাওয়া বাংলার দেশি ধানের চাল প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। 'রেজারেকশন' সংস্থাটি ঐই স্টলটি করেন।

নাগরিক মঞ্চ ঐই প্রথম দু'দিনের পরিবেশ চর্চা বিভিন্ন আঙ্গিকে ধরার চেষ্টা করল। এক নতুন অভিজ্ঞতা। প্রথম দিন দর্শক সমাবেশ যথেষ্ট ছিল। বেশ আশাব্যাঞ্জক। দ্বিতীয় দিনে দর্শক ঘাটতি কিছুটা ছিল। দুটো দিনই কাজের দিন থাকাতে হয়ত কিছুটা দর্শক ঘাটতি হয়েছে। আগামী দিনে ঐই ধরনের অনুষ্ঠান করলে সঙ্গে একটা ছুটির দিন জুড়ে থাকলে দর্শক উপস্থিতি হয়ত বেশি হবে।

সংবাদ ২ : সুন্দরবনে NTPC বিদ্যুৎ চুল্লি

'বিদ্যুৎ উৎপাদনের বহু বিকল্প আছে কিন্তু সুন্দরবনের বিকল্প নাই'। ঐই শ্লোগান নিয়ে বাংলাদেশ থেকে কলকাতা ঘুরে গেলেন বাংলাদেশের সুন্দরবন নিয়ে আন্দোলনরত পরিবেশকর্মী অধ্যাপক অনু মহম্মদ। কলকাতার আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সভাকক্ষে ২৩শে জুন ২০১৬ একদিনের এক আলোচনা ছিল। উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বেশ কিছু পরিবেশ সংগঠন, পরিবেশ কর্মী ও নেতৃত্ব। এর আগে কয়েকবার অধ্যাপক অনু মহম্মদ কলকাতায় আসেন সুন্দরবনকে বিপন্ন পরিবেশ থেকে বাঁচানোর তাগিদে। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ক্ষতি হলে দুই বাংলার ক্ষতি,ঐই বিপদের কথা সাধারণ মানুষকে জানাতে, গণ মাধ্যমের সাহায্য চাইতে, স্বাক্ষর অভিযান সংগ্রহ করতে, কলকাতা-দিল্লীর বুদ্ধিজীবীদের সই সংগ্রহ করতে ঐই দফায় পরিবেশবিদ অধ্যাপক অনু মহম্মদের এবারের ঐই বাংলায় আসা।

সভা থেকে প্রস্তাব এসেছে, কৃষিজমি রক্ষা কমিটির মতো আন্দোলন সংগঠিত করা; ই-মেল সিগনেচার ক্যাম্পেন ও ভারতের পরিবেশ আইনকে কাজে লাগানো ইত্যাদি।

এনটিপিসি বাংলাদেশের সুন্দরবনে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ছে। এতে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যে প্রভাব ফেলবে- এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত। এনটিপিসি বাংলাদেশে বহুজাতিক সংস্থা, ভারতে আবার জাতীয় সংস্থা। ঐই ধরনের সংস্থার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন জাগরণ খুব কঠিন কাজ। ঐই ধরনের সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনরোষ তৈরী করতে পথে নেমে প্রতিরোধ করতে হবে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এনটিপিসির হাত উঠুক শুধু ঐই শ্লোগানে চলবে না, চাই গণরোষ। চাই অন্যরকম কর্মসূচি।

সংবাদ ৩ : হিন্দমোটরের জলাভূমি ভরাট

'গণ উদ্যোগ' ও 'অধিকার রক্ষা সমিতি ও নাগরিক সমাজ হিন্দমোটরের ৩১৪ একর জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

'জল ধরো - জল ভরো'-র পাশাপাশি সারা পশ্চিমবঙ্গে জলাভূমি ভরাটের কাজে সরকারের মদত আছে। তা না হলে উত্তরপাড়া-ভদ্রকালী-কোতরং-কোন্নগর-নবগ্রাম-কানাইপুর-বাসাই-মাকলা অঞ্চলের নিকাশীব্যবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কীভাবে বিস্তীর্ণ জলাভূমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। **সরকারি আইন আছে - সরকার পাশে নেই**। বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিসারিজ অ্যাক্ট ১৯৮৪ (বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত ২০০৮) অনুযায়ী শহরাঞ্চলে যে কোন জলাভূমি ভরাট করা বে-আইনী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কীসের ভিত্তিতে ঐই গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিটির ক্ষেত্রে সরকার ঐই বে-আইনী কাজ করার অনুমোদন দিয়েছে প্রশ্ন উঠছে। সরকার নিজের বানানো আইন নিজেই মানছে না। তবে কেমন সরকার? এ কেমন আইন?

ঐই সব প্রশ্ন নিয়ে ৫ই জুন ২০১৬ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে হিন্দ মোটর কারখানার জমি কেলেঙ্কারি ও ৩১৪ একর জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে পথে নামল গণ উদ্যোগ ও এপিডিআর।

উত্তর পাড়ার সখের বাজারে এক প্রতিবাদী গণজমায়েতে 'কালো কে কালো', 'সাদাকে সাদা' বলতে শেখার ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি হিন্দমোটর কারখানা বাঁচাতে বিস্তীর্ণ গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি রক্ষা করতে, এলাকার নিকাশী ব্যবস্থাকে বরবাদ করার চক্রান্তকে রুখতে সোচ্চার হয়েছে ঐই প্রতিবাদী সভা।

সংবাদ ৪ : সবুজ মঞ্চ

ক্রিসমাস ও ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে কলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে শব্দ বাজী ও ডিজে মাইকের ব্যবহার শব্দদূষণের মাত্রা লঙ্ঘন করে। সবুজ মঞ্চের কাছে ঐই ব্যাপারে বহু মানুষ অভিযোগ জানায়। সংগঠনের তরফ থেকে জানুয়ারি ২০১৬, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে চিঠি লিখে প্রতিবাদ জানানো হয়। পর্ষদের চেয়ারম্যান চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে উত্তরে জানান যে পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে।

১৩ মার্চ ২০১৬, সবুজ মঞ্চ কোলকাতা প্রেস ক্লাবে "পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটি গোল টেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভার উদ্দেশ্য নাগরিক সমাজ, বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিকদের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে মতবিনিময় এবং সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা হয়। ঐই সভায় শ্রী জয়ন্ত বসু প্যারিস সম্মেলনে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন ২১তম প্যারিস কনফারেন্সে উৎসাহজনক কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে ২০২০ সালে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রাক শিল্পায়নের যুগ থেকে ২° সেন্টিগ্রেড এর বেশী হবে না এবং লক্ষে বিশ্বব্যাপী গ্রীনহাউজ গ্যাসের সমষ্ঠিগত নির্গমন নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে। কোলকাতা ও শহরতলির বায়ুদূষণের ভয়ংকর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বেরিয়ে আসে কোলকাতার বায়ুদূষণের দেশের সব বড় শহরের তুলনায় বেশী কারণ এখানে রাস্তায় সবথেকে বেশী ডিজেল গাড়ি চলে এবং যানবাহনের গতি তুলনামূলক ভাবে কম। রাজনীতিকদের উপস্থিতি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। সবুজ মঞ্চ উপস্থিত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞরা সব দলকেই পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। রাজনীতিকরা নীতিগতভাবে এবিষয়ে সম্মতি জানালেও বাস্তবে কোন দলই তাদের ইস্তাহারে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য খুব কম জায়গা দিয়েছে।